নবী সুলায়মান (আঃ) কি সন্ত্রাসী (টেররিস্ট) ছিলেন?

লেখকঃ শাইখ ডঃ মুহাম্মাদ ইবন তারহূনী (আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে রক্ষা করুন)

সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার জন্য, এবং দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহ্ তা'আলার রাসূলের উপর ...

একটি দক্ষিণ স্থানে (আরব উপদ্বীপের থেকে) ... *ঈয়েমেনে*, ছিল এক শান্তিপূর্ণ রাজ্য - আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উপর বর্ষিত করেছিলেন অনেক সৌভাগ্য ... সেখানের মানুষেরা সুখে- শান্তিতে থাকত, এক গণতন্ত্রের নেতৃত্যে, এক বুদ্ধিমান রানীর নিয়ন্ত্রণে, যাকে তাঁর লোকেরা বাছাই করেছিলেন সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসাবে ...

এটি হচ্ছে সাবা'র রাজ্য, যেটি রানী বিলকীসের নিয়ন্ত্রণে ছিল, যার ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ **"... তাকে সবকিছুই দেয়া হয়েছে এবং তার আছে বিরাট এক সিংহাসন ।"** *[সূরা আন-নামল ২৭ঃ ২৩]*

এই রানীটি - বেশি বর্ণনাতে না গিয়ে যেভাবে তাঁর লোকদের উপর তাঁকে বাছাই করা হয়েছিল বা তাঁর জ্বীনদের সাথে সম্পর্ক পিতা বা মাতার থেকে - কোন সিদ্ধান্ত নিতো না তাঁর সম্মানিত লোকদের সংসদের পরামর্শ ছাড়া, যেভাবে আল্লাহ্ তা'আলা উল্লেখ করেন তাঁর কথাবার্তার ব্যাপারেঃ **"... তোমাদের উপস্থিতি ব্যাতিরেকে আমি কোন কাজে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি না ।"** *[সূরা আন-নামল ২৭ঃ ৩২]*

এবং একইভাবে তাঁর দেশের মানুষেরা তাঁকে ভালবাসত, সেজন্য তাদের সব বিষয়গুলির নিয়ন্ত্রণ ছিল তাঁর উপর । তাঁর সিদ্ধান্তের উপর সবাই নির্ভর করত, সেভাবেই সে সিদ্ধান্ত নিতো যেভাবে তাঁর ভাল লাগত - যেভাবে আল্লাহ্ তা'আলা উল্লেখ করেছিলেন তার সাথে তাদের কথাবার্তার ব্যাপারেঃ **"... এখন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা আপনারই । ভেবে দেখুন, কি আদেশ করবেন ।"** *[সূরা আন-নামল ২৭ঃ ৩৩]*

এবং সে ও তাঁর লোকেরা নিরাপদে ছিল, শক্তি ও অধিকারে, যেভাবে আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

" ... আমরা শক্তিশালী এবং যোদ্ধা ..." *[সূরা আন-নামল ২৭ঃ ৩৩]*

তারা কারও বিরুদ্ধে ছিলনা, এবং নিজেদের প্রতিবেশী দেশগুলির ব্যাপারেরও মধ্যে কোন হস্তক্ষেপ করেনি, দূরবর্তী দেশগুলিত হচ্ছে দূরের কথা ...

তারপর, হঠাৎ কোন নির্দেশ ছাড়া, একটি ছোট্ট পাখি তাদের দেশে থামল, একটু পানি বা এমনই কিছু খোঁজার জন্য ...

এ ছোট্ট পাখিটি ছিলো হুদহুদ - সুলায়মানের (আঃ) হুদহুদ - যে তাদের কাছে এসেছিল (আরব উপদ্বীপের) উত্তরদিক থেকে, যে মরুভূমি ও খিলভূমিগুলো সে দেশ ও সাবা'র মানুষদেরকে আলাদা করত সেগুলিকে অগ্রসর করে ... সে এসেছিল *শা-ম* থেকে, যেখানে তারা শুনেছিল এক শক্তিশালি রাজার ব্যাপারে, সুলায়মান (আঃ) নামের ... আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর উপর বর্ষিত করেছিলেন শক্তি, অধিকার, জ্ঞান, প্রমাণ, এবং ঈ*মান* ...

এ হুদহুদটি চারিদিকে দেখতে লাগল এবং এই লোকদের সন্ধান পেল যারা আল্লাহ্ তা'আলার *ইবাদত* করত না, যিনি আসমান ও জমীনের মধ্যে সকল গোপন তথ্য আলোকিত করেন, ও যাঁর জানা আছে যা কিছুই তারা লুকিয়ে রাখে এবং যা কিছুই তারা প্রকাশ করে - আল্লাহ্, যিনি ছাড়া *ইবাদত* পাবার অধিকার আর কারও নেই ... কিন্তু তারা এই সর্বমহান সৃষ্টিকর্তা, যিনি *ইবাদত* পাবার একমাত্র যোগ্য, আল্লাহ্কে ছেড়ে সূর্যকে পূজা করত ।

সেজন্য, সে উড়ে গেল, দেশ ও মরুভূমি ছাড়িয়ে, এই আজোব খবর নিয়ে, এই সত্য খবর নিয়ে ... এবং সে থামল সুলায়মানের (আঃ) সমাবেশের মধ্যে, সবচেয়ে উত্তর প্রদেশে (আরব উপদ্বীপ থেকে) ও সে বলেঃ **"আপনি যা জানেন না আমি তা অবগত হয়েছি । সাবা থেকে নিশ্চিত সংবাদ নিয়ে এসেছি ।"** *[সূরা আন-নামল ২৭ঃ ২২]*

এবং সে বর্ণনা করে সবকিছুই যেটি সে দেখলো ...

কিন্তু সুলায়মান (আঃ) সেই মুহূর্তেই চেয়েছিলেন এই নতুন সংবাদকে প্রমাণ করতে ... সেজন্য তিনি একটি ছোট্ট কাগজের টুকরার মাধ্যমে একটি চিঠি বানিয়ে হুদহুদের সাথে পাঠালেন, যার ভেতর বেশি শব্দ ছিল না ...

"সুলায়মানের পক্ষ থেকে এবং তা অসীম দাতা, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে শুরু; আমার উপর শক্তি প্রদর্শন করো না, অনুগত হয়ে মুসলিম হিসাবে আস ।" *[সূরা আন-নামল ২৭ঃ ৩০-৩১]*

সুব্হান'আল্লাহ! সেভাবেই, কত স্পষ্ট ...

তারপর সুলায়মান (আঃ) হুদহুদকে আদেশ করেছিলেন এই ছোট্ট চিঠিটা তাদের কাছে পৌঁছিয়ে দেওয়ার জন্য, এবং তারপর দূরে সরে তাদের পতিক্রিয়া দেখবার জন্য ...

সেজন্য রানী, আর কোন কিছু করতে না পেরে, তাঁর বিশেষ সংসদবর্গদের একত্রিত করলেন এই ব্যাপারে তাদের পরামর্শ নেবার জন্য ... এবং তিনি উল্লেখ করেন যে যুদ্ধ আসে ধংসের, বিপর্যয়ের ও বিধ্বস্ততার সাথে, যেভাবে সে বলেঃ **"রাজা-বাদশাহরা জনপদে প্রবেশ করলে বিপর্যস্ত করে দেয় এবং সেখানকার সম্ভ্রান্ত ব্যাক্তিবর্গকে লাঞ্ছিত করে ।"** *[সূরা আন-নামল ২৭ঃ ৩৪]*

সেজন্য তিনি এক শান্তিপুর্ণ ও রাজনৈতিক সমাধান চেয়েছিলেন, অনেক সুন্দর ও মহান উপহার সুলায়মানকে (আঃ) দিয়ে ... একটি চেষ্টায় তাঁর সাথে শান্তির ও শুখের এক সম্পর্ক প্রমাণ করার জন্য, এবং দেখিয়েতে যে তারা তাঁর ব্যাপারে নাক গলাবে না, উপহার যে তাদের ভালবাসা ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ প্রমাণ করেছিলো ...

কিন্তু ...সুলায়মান (আঃ) এই বন্ধুত্যের আকর্ষণকে ছুড়ে ফেলে বাতিল করেন এবং প্রত্যাখ্যান করলেন এই শান্তিপূর্ণ রাজ্যের সুখের প্রতিক্রিয়া...

http://IslamiSangkolon.wordpress.com

... তিনি প্রত্যাখ্যান করলেন, যাতে তিনি তাদের নিজ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবেন, ও যাতে তিনি তাদের মানুষদেরকে লাঞ্ছিত করে তুলবেন, এবং যাতে তিনি তাদেরকে লজ্জায় ও অপমানে ফেলবেন ...

... তিনি প্রত্যাখ্যান করলেন, যাতে তিনি যুদ্ধ করবেন এক দেশের বিরুদ্ধে যে তাঁর বিরুদ্ধে কখনোই যুদ্ধ করেনি, বা কখনোই তাঁর মানুষদেরকে আঘাত করেনি, বা সেই রাজ্যের মধ্যে *দা'ওয়ার* উপর কোন প্রতিবাধ দেখায়নি ...

বরং তাঁর, সুলায়মানের (আঃ) উত্তর ছিল স্পষ্ট, অটল, সম্মানিত, ও ভয়ঙ্কর; যাতে তিনি রাষ্ট্রদূতের সব উপহার প্রত্যাখ্যান করে, যেভাবে তিনি বলেছিলেনঃ **"তোমরা কি ধনসম্পদ দ্বারা আমাকে সাহায্য করতে চাও? আল্লাহ্ এর চেয়ে উত্তম দিয়েছেন, বরং তোমরাই উপঢৌকন নিয়ে সুখে থাক। ফিরে যাও ও যেনে রাখো আমরা আসব তাদের বিরুদ্ধে অপ্রতিরোধ্য এক সৈন্যবাহিনী নিয়ে; আমরা বহিষ্কৃত করব তাদেরকে সেখান থেকে এক অপমানিত অবস্থায় এবং তাদেরকে লাঞ্ছিত করা হবে।"** *[সূরা আন-নামল ২৭ঃ ৩৬-৩৭]*

শব্দ, বিজলির মত যেটি আতঙ্কিত ও ভয়ে অসাড় করে তুলে ...

... রাষ্ট্রদূতকে প্রত্যাখ্যান করে তার উপর এক হুকুম স্থাপন করে ও লজ্জায় ফেলে দিয়ে ...

... তারপর ব্যবহার করা শব্দগুলি *"যেনে রাখো"* ও *"আমরা"* যখন তিনি বলেন, *"ও যেনে রাখো আমরা আসব"*...

... তারপর তাঁর উল্লেখ করা *"সৈন্যবাহিনী"* এর ব্যাপারে ... এবং যেভাবে তিনি বলেন, *"অপ্রতিরোধ্য এক সৈন্যবাহিনী নিয়ে"* এবং যেভাবে এটি আতঙ্কিত ও ভয়ে অসাড় করে তুলে ...

...তারপর তিনি উল্লেখ করলেন এই যুদ্ধের ফলাফলের ব্যাপারে - এই যুদ্ধের শুরু হওয়ার আগেও - যেন এটি ছিল এক স্পষ্ট বাস্তব...

কিন্তু কি ছিল ফলাফল যা তিনি উল্লেখ করেছিলেন?

... যাতে তিনি তাদেরকে নিজেদের দেশ, বাসা ও স্থান থেকে বহিষ্কৃত করবেন, যেখানে তাদের জন্ম হয়েছিলো, যেখানে তারা বড় হয়েছিলো, যেখানে তারা খেলেছিলো ও সুখে থেকেছিলো ... তাদের দেশ, ও তাদের বাবা ও মাদের দেশ ... এবং তিনি (আঃ) বলেছিলেন যে তাদেরকে বহিষ্কৃত করা হবে সেখান থেকে, অথচ এটি বুঝা গিয়েছিলো তাঁর ঘোষণায় *"আমরা বহিষ্কৃত করব তাদেরকে"* - কিন্তু তিনি স্পষ্ট করেন যে তাদেরকে বহিষ্কৃত করবেন *"সেখান থেকে"*- এটির চেয়ে কম নয় ...

কিন্তু, তিনি [সুলায়মান (আঃ)] কি শুধু এতেই সন্তুষ্ট ছিলেন?

না, তিনি শুধু এতেই এটিতে সন্তুষ্ট ছিলেন না ... তিনি আরও উল্লেখ করলেন যে অবস্থাটির মধ্যে তাদেরকে নিজ দেশ থেকে বহিষ্কৃত করা হবে... যাতে তিনি বলেন, *"আমরা বহিষ্কৃত করব তাদেরকে সেখান থেকে এক অপমানিত অবস্থায়"* - তারা ছিল এমন এক জনপদ যাদের কাছে রয়েছিল শক্তি, সম্মান ও দানশীলতা, এবং তারা বেশ ধ্বনী ছিল ... কিন্তু তিনি অনেক শব্দে আশ্বাস দিলেন তাদের অবস্থার ব্যাপারে যখন তাদের দেশ থেকে ফিরবে, অপমানিত হয়ে ... তারপর তিনি আবারও উল্লেখ করেন ও বলেন, *"লাঞ্ছিত"* ... তাঁর জন্য স্মভব ছিলো এভাবে বলতে, "অপমানিত ও লাঞ্ছিত অবস্থায়" - কিন্তু অথচ, তিনি বলেন, *"অপমানিত অবস্থায় এবং তাদেরকে লাঞ্ছিত করা হবে।"* দেখানোর জন্য যে তাঁদেরকে নীচাবস্থার কাপড় পড়ানো হবে, প্রতি সঠিকতায় ...

এবং যেটি পরে হল এই রাজ্যের, তাদের ত্যাগ ও আত্মসর্ম্পণ সুলায়মানের (আঃ) কাছে, আমরা বেশি উল্লেখনে বা বর্ণনায় এখন যাবনা...

কিন্তু প্রশ্ন কয়েকটি রয়েছে ...

কি হল এই (মিথ্যা) কথার ব্যাপারে - "নেতৃত্ব থাকা উচিত এক দেশের মানুষের হাতে"?!

কি হল "বিশ্ব আইনের" ব্যাপারে?!

কি হল এই (মিথ্যা) কথার ব্যাপারে - "আরেকটি দেশের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ কর না"?!

কি হল এই (মিথ্যা) কথার ব্যাপারে - "মুক্ত দেশের সীমানাগুলিকে সম্মান করো"?!

কি হল "ধর্মের স্বাধীনতার" ব্যাপারে?!

কি হল (এই কথার বিকৃতির ব্যাপারে) "ধর্মে কোন বাধ্যবাধকতা নেই"?!

কি হল এই (মিথ্যা) কথার ব্যাপারে - "যুদ্ধের অনুমতি শুধু দেওয়া হবে আত্মরক্ষা হিসাবে"?!

কি হল এই (মিথ্যা) কথার ব্যাপারে - "যতক্ষণ পর্যন্ত *দা'ওয়ার* বিরুদ্ধে প্রতিবাধ না করা হয়, যুদ্ধ করা যাবে না"?!

এবং যা কিছুই সুলায়মান (আঃ) করেছিলেন, তিনি করেন কারণ হুদহুদটি তাঁকে জানিয়ে ছিল যে সে দেখেছিলো এই "নিরীহ" লোকদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার *ইবাদত* না করে, সূর্যকে পূজা করতে ... অর্থাৎ, এই ব্যাপারটি হচ্ছে "বিশ্বাস" ও "নিজ স্বাধীনতার" ব্যাপারে, যেভাবে কয়েক লোকদের বলতে ভাল লাগে ...

সেজন্য, কি সুলায়মান (আঃ) এক সন্ত্রাসী *(টেররিস্ট)* ছিলেন তাঁর এই সকল কর্মকান্ডের জন্য?!

উত্তর হচ্ছেঃ সত্যই, এটি হচ্ছে *ইসলামের* শক্তি, সততা ও সম্মান এবং *কুফরী* এতে লাঞ্ছিত হয়ে পড়ে ... এটি হচ্ছে এই মহান দ্বীনের বাস্তবতা ...

হায়! সব কিচ্ছুকে উল্টিয়ে দেওয়া হয়েছে, ও (আজকাল) এই মহান ধর্মের শিক্ষাগুলিকে পরিত্যাগ করা হয়েছে ও মুসলিমদেরকে দুর্বল করা হয়েছে এবং অবিশ্বাসীরা উদ্ধত হয়ে গিয়েছে ...

http://IslamiSangkolon.wordpress.com